৩.১. ভারতীয় দর্শনে আত্মার ধারণা
(The Concept of self in Indian Philosophy)

'আত্মা' বলতে সাধারণত দেহ-মন অতিরিক্ত এক চেতন সত্তাকে বোঝায়। দেহ ও মনের পরিবর্তন ঘটলেও আত্মার পরিবর্তন হয় না। 'আমিত্ব' বোধের মূলে হচ্ছে এই আত্মা। দেহ কখনো রুগ্ন, কখনো স্বাস্থ্যবান; মন কখনো বিষণ্ন, কখনো প্রফুল্ল; কিন্তু আমিত্ববোধের মূলে যে আমি অর্থাৎ আত্মা তার কোন অবস্থান্তর হয় না, তা সর্বদা 'আমি'-রূপে অভিন্ন থাকে।

এই আত্মা হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা, এবং চৈতন্য, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা এই প্রকার আত্মার অস্তিত্ব মানেন যদিও তাঁদের সকলেই আত্মাকে স্থির চেতন-দ্রব্য বলেন না। তবে একথা প্রায় সকল অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক স্বীকার করেন যে, দেহ ও আত্মা এক নয়—দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে। দেহ জড়, আত্মা চেতন। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। আত্মার উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। ভারতীয় দর্শনে কেবল চার্বাকগণ এই প্রকার চিরাচরিত ধারণায় বিশ্বাসী নয়।

(ক) চার্বাকমত ঃ

চার্বাক অধ্যাত্মবাদের তীব্র বিরোধী। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। চার্বাক মতে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা—'চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ'। ভারতীয় দর্শনে 'আত্মা' ও 'পুরুষ' শব্দ দুটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য দেহ অতিরিক্তভাবে আত্মা না মানলেও চার্বাকরা আত্মাকে অস্বীকার করেন না। অধ্যাত্মবাদীরা 'আত্মা' বলতে যা মনে করেন, চার্বাকরা কেবল তাকেই অস্বীকার করেন। চার্বাকরা আত্মা মানেন, তবে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ ছাড়া আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানেন না; কেননা তা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ নয়। দেহ আছে, কেননা তা প্রতক্ষগোচর। চৈতন্যও আছে, কেননা অন্তঃপ্রত্যক্ষে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয়। তবে এই চৈতন্য কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার ধর্ম নয়; চৈতন্য প্রত্যক্ষগোচর দেহেরই ধর্ম। **সজীব দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই গুণ।**

চার্বাকরা বলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাক্যব্যবহার রীতি এটাই নির্দেশ করে যে, দেহই আত্মা। 'আমি' বলতে আমরা সাধারণত 'আত্মাকে' বুঝি, আবার 'আমি' শব্দের দ্বারা 'দেহকে'ই ইঙ্গিত করি। তাহলে, দেহই আত্মা। আমরা বলি 'আমি কৃশ', 'আমি মূক', 'আমি খঞ্জ', 'আমি অন্ধ'

ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে 'আমি' বলতে দেহকেই বোঝায়, কেননা কৃশত্ব, মূকত্ব, খঞ্জত্ব, অন্ধত্ব, দেহেরই ধর্ম। অতএব 'আমি' (আত্মা) ও 'আমার দেহ' অভিন্ন। দেহ ও আত্মা যখন অভিন্ন তখন দেহের বিনাশে আত্মারও বিনাশ হয়। দেহের মৃত্যুর পর কোন পারলৌকিক জীবন নেই। আত্মার অমরতা, জন্মান্তর, বন্ধন, মুক্তি এসব অর্থহীন ধারণামাত্র।

আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা দেহাতীত আত্মা মানেন; তাঁদের মতে দেহ ও আত্মা অভিন্ন নয়। দেহ জড়, আত্মা অজড়। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে, আত্মার নেই। আত্মা অজ ও অমর। আত্মা হচ্ছে অহংজ্ঞানের জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, আত্মার ধর্ম। তবে সব অধ্যাত্মবাদী দেহাতীত আত্মা মানলেও তাঁরা সকলেই আত্মাকে স্থিরদ্রব্য বলেন না এবং আত্মা সম্পর্কে অভিন্ন অভিমতও পোষণ করেন না। অধ্যাত্মবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত উল্লেখ করা গেল ঃ

(খ) জৈনমত ঃ

জৈনমতে আত্মা নিত্যদ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম। জীব বা আত্মা স্বরূপত সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন। তবে, আত্মা সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন হলেও অবিদ্যার প্রভাবে আত্মা পুদ্গল্ সমূহকে(জড়াণুকে) আশ্রয় করে ও বন্ধদশা প্রাপ্ত হয়ে অশেষ দুঃখভোগ করে। ত্রিরত্নের মাধ্যমে—**সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্রের** বলে—জীব বা আত্মা পুদ্গলের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। মুক্ত আত্মাই সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন।

বন্ধনদশায় জীব বা আত্মা অস্তিকায় বা বিস্তারযুক্ত। দেহের বিস্তার অনুসারে আত্মার বিস্তার হয়। বদ্ধ-আত্মা অনেক এবং তাদের প্রধান দুটি শ্রেণী আছে—**ত্রস্** বা সচল এবং **স্থাবর** বা নিশ্চল। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ বায়ুকণারও আত্মা আছে। এসবের এবং উদ্ভিদের আত্মা স্থাবর। ত্রস্ জীব বা আত্মা আবার স্তরভেদ অনুসারে চারপ্রকার ঃ (১) দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (স্পর্শ ও রসনেন্দ্রিয়) ক্রিমি, ঝিনুক প্রভৃতি, (২) তিন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়) পিপীলিকা, জোঁক প্রভৃতি, (৩) চার ইন্দ্রিয়যুক্ত (স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়) মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি এবং (৪) পাঁচ ইন্দ্রিয়যুক্ত (স্পর্শ, রসনা ঘ্রাণ, চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়) পশু, মানুষ প্রভৃতি।

এই নানাস্তরের জীব বা আত্মার মধ্যে কোন জীবের 'কেবলজ্ঞান' বা পরিপূর্ণজ্ঞান পরিস্ফুট, কোন জীবের অল্পজ্ঞান পরিস্ফুট, আবার কোন জীবের সব জ্ঞানই অস্ফুট।

(গ) বৌদ্ধমত ঃ

বৌদ্ধমত নৈরাত্ম্যবাদী। বৌদ্ধদর্শনে 'আত্মা' অর্থে 'স্থায়ী দ্রব্য'কে বোঝান হয়েছে। বৌদ্ধমতে, বাহ্যজগতে বা মনোজগতে স্থায়ী সত্তা বা 'আত্মা' বলে কিছু নেই। সবই পরিবর্তনশীল, ক্ষণিক। বৌদ্ধগণ বলেন, বাহ্যজগতে যেমন প্রত্যক্ষগোচর পরিবর্তনশীল গুণাবলীর ধারকরূপে কোন স্থায়ীদ্রব্য বা আত্মা নেই, তেমনি মনোজগতেও পরিবর্তনশীল অনুভূতিসমূহের ধারকরূপে আত্মা নেই। সবই ক্ষণিক, পরিবর্তনশীল। 'সর্বং অনাত্মম্'। পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। 'আত্মা' একটা নাম মাত্র। দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের সঙ্ঘাতকেই 'আত্মা' নামে চিহ্নিত করা হয়। দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের সঙ্ঘাতই আত্মা। বুদ্ধদেব এই সঙ্ঘাতকে **'নামরূপ'** বলেছেন। 'নাম' শব্দের দ্বারা মানসিক অবস্থাসমূহকে এবং 'রূপ' শব্দের দ্বারা দৈহিক অবস্থাসমূহকে বোঝান হয়েছে। 'নামরূপ' অর্থাৎ মন ও দেহের সঙ্ঘাতই আত্মা। রথ যেমন চক্র, দণ্ড, ধুরি, অশ্ব, সারথি, রথি ইত্যাদির সঙ্ঘাত (সমাহার)-অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনি আত্মাও হল দৈহিক ও মানসিক

অবস্থাসমূহের সঙ্ঘাত, অতিরিক্ত কিছু নয়। দ্রব্যরূপে আত্মা নেই। **আত্মা হচ্ছে বিজ্ঞান-সন্তান বা চেতনা-প্রবাহ।**

বৌদ্ধগণ সনাতন আত্মার সত্তা স্বীকার না করলেও কর্মবাদে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এসবের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধরা বলেন—সবকিছু ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল হলেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্ষণের মধ্যে এক **ধারাবাহিকতা** বা যোগসূত্র আছে—পূর্ববর্তী ক্ষণের যাবতীয় সংস্কার পরবর্তী ক্ষণে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন ক্ষণের মধ্যে এই প্রকারে এক যোগসূত্র স্বীকার করে বৌদ্ধগণ কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরজন্ম পূর্বজন্ম থেকে স্বতন্ত্র হলেও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন নয়, পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারেই পরজন্ম নির্ধারিত হয়। পরিবর্তনশীল পূর্বাপর অবস্থাগুলির মধ্যে যোগসূত্র থাকার ফলে পরজন্ম পূর্বজন্ম থেকে ভিন্ন হলেও একে অপরের সদৃশ। কর্মবাদকেও বৌদ্ধরা এভাবেই ব্যাখ্যা করেন। যে ব্যক্তি কর্মসাধন করে ঠিক সেই ব্যক্তি তার ফলভোগ না করলেও তারই সদৃশ ব্যক্তি-সন্তান ফলভোগ করে।

বৌদ্ধমতে, অবিদ্যাজনিত বাসনা থেকেই চেতনা-প্রবাহের উৎপত্তি। অবিদ্যানাশে বাসনানাশ হয়, চেতনাপ্রবাহ লোপ পায় এবং দুঃখও নিরুদ্ধ হয়। এপ্রকার দুঃখনিরোধকে বৌদ্ধদর্শনে **'নির্বাণ'** বলা হয়েছে। নির্বাণ অবস্থায় চিত্তের কোন ক্ষোভ থাকে না। নির্বাণ এক আনন্দময় শান্ত ও সমাহিত অবস্থা।

(ঘ) ন্যায়-বৈশেষিক মত ঃ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, আত্মা দু-প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মা বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীবাত্মা অল্পজ্ঞ। পরমাত্মা এক, জীবাত্মা অনেক। তবে উভয় প্রকার আত্মাই বিভু ও নিত্য। আত্মা অচেতন-দেহ থেকে ভিন্ন; ভৌতিক ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন; অণুপরিমাণ মন থেকেও ভিন্ন।

আত্মা এক সনাতন দ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়। স্বরূপত আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। স্বরূপত আত্মা নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত। স্বরূপত আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। অবিদ্যার প্রভাবে আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যজগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনই আত্মা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং আত্মাতে চেতনা বা জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। বন্দনদশায় আত্মা নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে মনে করে এবং অশেষ দুঃখকষ্ট পায়। বিবেকজ্ঞানের উদয় হলে আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি ঘটে। মুক্ত অবস্থায় আত্মার যেমন দুঃখ থাকে না, তেমনি আনন্দও থাকে না। মুক্তাবস্থা আত্মার এক অচেতন অবস্থা। সুখ-দুঃখাদি আত্মার অনিত্য গুণ। মুক্তি বা অপবর্গ হচ্ছে ভয়শূন্য, জরাশূন্য, মৃত্যুশূন্য এক চেতনাহীন অবস্থা। **মুক্ত আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়।**

(ঙ) সাংখ্য-যোগমত ঃ

সাংখ্য-যোগ মতে, আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা দ্রব্য নয় এবং চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মার ধর্ম নয়। চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপই আত্মা। **আত্মা বা পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত।** আত্মা নির্বিশেষ, নির্গুণ, সর্বব্যাপী, অসঙ্গ ও উদাসীন সাক্ষীমাত্র। স্বরূপত আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। আত্মার কোন পরিণাম বা বিকার নেই। আত্মা অবিকারী।

প্রকৃতির (জড়ের) পরিণাম বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্বন ঘটলে, অবিদ্যাবশত আত্মা নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে মনে করে। কিন্তু আত্মার স্বরূপে এসব সম্ভব নয়। অবিদ্যার প্রভাবে স্বরূপজ্ঞান আচ্ছন্ন হলে আত্মাতে জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বভাব দেখা দেয়। এসবই প্রকৃতির পরিণাম

চিত্তের বৃত্তি বা বিকার। চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার মনে করাই আত্মার বন্ধনদশা। বন্ধনদশায় জীব। জীবের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জীবই জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা। জীবেরই বন্ধন হয়, মুক্তি হয়। **আত্মা চিরমুক্ত।**

সাংখ্যমতে, **আত্মা বা পুরুষ বহু।** যত জীব, তত পুরুষ বা আত্মা। একজনের জন্ম বা মৃত্যু হলে অপরের জন্ম বা মৃত্যু হয় না। একজনের মুক্তি হলে অপরের মুক্তি হয় না। একের ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্যের সংবেদন হয় না। একজনের প্রবৃত্তি হলে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। জীবের মধ্যে আবার কেউ সত্ত্ব-প্রধান, কেউ রজঃ-প্রধান, কেউ তমো-প্রধান। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, আত্মা এক নয়, অনেক।

(চ) মীমাংসক মত :

ন্যায়-বৈশেষিকের মতো **মীমাংসকগণও মনে করেন যে** আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি থেকে এক স্বতন্ত্র সত্তা। প্রাভাকর মীমাংসক ন্যায়-সম্প্রদায়ের মতো আত্মাকে এক নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় দ্রব্য বলেন। প্রাভাকর মতে, আত্মা নিত্য, বিভু ও স্বরূপত অচেতন। জ্ঞান বা চেতনা আত্মার অনিত্য গুণ। ভাট্ট মীমাংসকও আত্মাকে দ্রব্য বলেন। ভাট্ট মতে, আত্মা জড় ও চেতন। দ্রব্যরূপে আত্মা জড়, আর জ্ঞাতারূপে আত্মা চেতন। আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই।

(ছ) অদ্বৈত বেদান্তমত :

অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সাংখ্যের মতো অদ্বৈত বেদান্তও স্বীকার করে যে, আত্মা কোন দ্রব্য নয় এবং চৈতন্য আত্মার গুণ নয়। **আত্মা হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ বা বিশুদ্ধ চৈতন্য।** সাংখ্য অভিমত ও অদ্বৈত অভিমতের মধ্যে পার্থক্য হল— সাংখ্যদর্শনে আত্মাকে কেবল চিৎস্বরূপ বলা হয়েছে, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তে আত্মাকে সৎ (সত্তাস্বরূপ), চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ) ও আনন্দ (আনন্দস্বরূপ) বলা হয়েছে। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা। সাংখ্য দ্বৈতবাদী—পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তে পুরুষ বা আত্মাই একমাত্র সত্তাবান। **সাংখ্যের প্রকৃতি অদ্বৈতবেদান্তে মায়াশক্তিতে পরিণত হয়েছে।** সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষ স্বীকৃত কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বহুপুরুষের উল্লেখ থাকলেও, পরমার্থিক দৃষ্টিতে এক ও অদ্বয় ব্রহ্মকেই স্বীকার করা হয়েছে। অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে বা আত্মজ্ঞানীর কাছে জীব নেই, জগৎ নেই, আছে শুধু এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিই মুক্তি। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। ব্রহ্ম সর্বদোষরহিত, তাই নিত্যশুদ্ধ; ব্রহ্ম জড়াত্মক নয়, তাই নিত্যবুদ্ধ; ব্রহ্ম অসীম, তাই নিত্যমুক্ত। ব্রহ্মোপলব্ধিতে জীবের আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি ঘটে এবং তখন জীব যে মহাসত্যটি হৃদ্‌গত করে তাহল 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—আত্মাই ব্রহ্ম, 'অয়ম্ ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম।

(জ) বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তমত :

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ নৈয়ায়িকদের মতো আত্মাকে দ্রব্য বলেছেন; তবে রামানুজের মতে চৈতন্য আত্মার অনিত্য বা আকস্মিক ধর্ম নয়, চৈতন্য আত্মার স্বভাবধর্ম, আত্মার লক্ষণই চেতনা। আত্মা চেতন-দ্রব্য হলেও তা ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরে আশ্রিত। ঈশ্বরই ব্রহ্ম। রামানুজের মতে, পরমাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নির্গুণ নয়, নির্বিশেষ নয়—ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। ব্রহ্ম অভেদ নয়, ভেদাভেদযুক্ত। অচিৎ বা জড় এবং চিৎ বা জীবাত্মা ব্রহ্মের অন্তর্গত। ব্রহ্মের চিৎ অংশ থেকেই জীবাত্মার উৎপত্তি।

অবিদ্যার প্রভাবে জীব নিজেকে ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র মনে করে ও বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে দুঃখকষ্ট পায়। ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদে জীব ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ ক'রে মুক্তিলাভ করতে পারে। ব্রহ্মের মতো জীবও চিৎ ও আনন্দস্বভাব। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের পার্থক্য হল— ব্রহ্ম অসীম, জীব সসীম; ব্রহ্ম স্বাধীন, জীব ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ভেদাভেদের সম্পর্ক।

৩.২. ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদের গুরুত্ব (Importance of the Law of Karma in Indian Pholosophy)

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ একপ্রকার নৈতিক কার্য-কারণবাদ। বাহ্য জগতের কার্য-কারণ নিয়মকে নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে ভারতীয় দর্শনে তাকেই 'কর্মনীতি' বা 'কর্ম-নিয়ম' (Law of karma) বলা হয়েছে। **কর্মবাদের সার কথা হল—জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ কর্মের জন্য ভোগ, কর্মেরই ফল।** কৃতকর্ম হচ্ছে কারণ আর সুখ-দুঃখ ভোগ কার্যফল। কর্ম করলে তদনুসারে ফল পেতে হবে—ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল।

ব্যক্তিজীবনের বৈষম্য ব্যখ্যার জন্যই ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এইজীবনে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী; কেউ ধনী, কেউ নির্ধন; কেউ স্বাস্থবান, কেউ ব্যাধিগ্রস্ত; কেউ সুদর্শন, কেউ কুৎসিৎ দর্শন; কেউ পণ্ডিত, কেউ মুর্খ। এই জীবনে আরও দেখা যায়, ধার্মিক ব্যক্তি প্রায়শই দুঃখভোগ করে এবং অসৎ ব্যক্তি কুকর্ম করেও সুখে জীবন যাপন করে। ভারতীয় দার্শনিকের মতে, এসব বৈষম্যের কারণ হচ্ছে পূর্বজীবনের কর্ম। বাহ্যজগতের কার্যকারণবাদের সঙ্গে এখানেই নৈতিক কার্যকারণবাদের অর্থাৎ কর্মবাদের প্রধান পার্থক্য। বাহ্য জগতে কারণ ও কার্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে না, কারণ ঘটামাত্র কার্য ঘটে; কিন্তু কর্মবাদে কৃতকর্ম সর্বদা তাৎক্ষণিক ফল প্রসব করে না; অনেকক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত কর্ম অদৃশ্যশক্তিরূপে (অদৃষ্টরূপে) সঞ্চিত থাকে এবং পরজীবনে তা প্রকাশ পায়। অনেকক্ষেত্রে, পূর্বজীবনের কর্মফল মানুষ এই জীবনে ভোগ করে। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব জন্মগ্রহণ করে। একজন্মে সমস্ত ফলভোগ নিঃশেষ না হওয়ায় জীবকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই কর্মনীতির কোন ব্যতিক্রম নেই।

কর্মবাদের প্রতিষ্ঠায় এজন্য ভারতীয় দার্শনিকরা জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করেছেন। বলা যায়, ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদের পরিণতি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ। কর্ম-নিয়ম অপ্রতিরোধ্য ও অলঙ্ঘনীয় হলে, কর্ম করলে তার ফলভোগ করতে হবেই। ফল তাৎক্ষণিক না হলেও কর্ম-নিয়ম ব্যর্থ হয় না, কেননা সেক্ষেত্রে কর্মফল অদৃষ্টশক্তিরূপে সঞ্চিত বা সংরক্ষিত থাকে। এজন্যই ভারতীয় দর্শনে কর্ম-নিয়মকে **'নৈতিক মূল্যের (ভাল-মন্দ কর্মফলের) সংরক্ষণ নিয়ম'** (Law of conservation of moral values) বলা হয়েছে। এই সঞ্চিত বা সংরক্ষিত কর্মফল ভোগের জন্যই মৃত্যুর পরেও জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এক জন্মে কর্মফল নিঃশেষিত না হলে সেই কর্মফল ভোগের জন্য জীব আবার জন্মগ্রহণ করে এবং এভাবেই চলে জন্ম-জন্মান্তর। অধার্মিক ব্যক্তি এজীবনে সুখভোগ করে তার পূর্বজীবনের সুকৃতির জন্য, এবং এজীবনের দুঃস্কৃতির জন্য তাকে পরজীবনে দুঃখভোগ করতে হয়। এভাবে, পূর্বজীবনের কর্মানুসারে বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়, আবার এজীবনের কর্মানুসারে পরবর্তী জীবন বা উত্তরজীবন নির্ধারিত হয়। এভাবেই চলে জন্ম থেকে জন্মান্তর। বৌদ্ধদর্শনে একেই বলা হয়েছে 'ভবচক্র', অপরাপর দর্শনে বলা হয়েছে 'ভব-বন্ধন' বা 'সংসারদশা'।